দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 06 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দুরবস্থা সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট

জরাজীর্ণ ভবন ॥ শয্যা অনুপাতে রোগীর সংখ্যা বেশী ॥ শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল

॥ শওকত মাহমুদ ॥

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দুরবস্থার ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, বছর দুয়েক আগে কাউন্সিল বিভিন্ন চিকিৎসা ও দন্ত মহাবিদ্যালয়ের অবস্থা যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শন দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। পরিদর্শনদলগুলো সম্প্রতি রিপোর্ট পেশ করেছে। এগুলো গৃহীত হয়েছে। হাসপাতাল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুরবস্থা রাষ্ট্রপতিকে শিগগিরই অবহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জন্য গঠিত পরিদর্শনদলের প্রধান ও সদস্যবয় ছিলেন যথাক্রমে কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ডাঃ এ, এইচ সাইদুর রহমান, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কে,এম ফরিদউদ্দিন ও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ, আই, এম মোফাখখারুল ইসলাম।

শয্যা অনুপাতে রোগী বেশী

তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভবনটির রক্ষণাবেক্ষণ নিম্নমানের, ফলে এর জরাজীর্ণ অবস্থা। ধারণক্ষমতার চাইতে অনেক বেশী রোগী ভর্তি করা হয়। হাসপাতালটি ৮শ' শয্যার। পরিদর্শনকালে প্রায় ১২শ' রোগী দেখা গেছে। ওয়ার্ডগুলো জনাকীর্ণ ও করিডোরগুলো রোগীতে ভর্তি। চলাফেরার জন্য খুব কম জায়গাই আছে। হাসপাতালে অত্যধিক ভিজিটর আসে। এন্টিনাটাল ও হোষ্ট নাটাল ওয়ার্ডে রোগীর চাইতে ভিজিটরের সংখ্যা তিনগুণ। যেন একটি বাজার।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, লেবার রুম খুবই অপরিচ্ছন্ন। শয্যাগুলোতে চাদর নেই। তীব্র দুর্গন্ধ লেবার রুমে। নয় নম্বর

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

দুরবস্থা সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট

(১ম পাতার পর)

ওয়ার্ডের ছাদ ভাঙ্গা। জরুরী বিভাগে মেডিক্যাল অফিসারের সংখ্যা অপ্রতুল। এখানে প্রত্যেক ডাক্তারকে টানা ১১ ঘন্টা কাজ করতে হয়। হাসপাতালটিতে অস্ত্রোপচার-পরবর্তী সংক্রমণের ঘটনা বেশী।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ হাসপাতালটি শিক্ষা-হাসপাতাল হলেও বর্তমানে তা সেবাধর্মী হয়ে পড়েছে। শয্যাভিত্তিক শিক্ষা কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ছোট পরীক্ষাগার থাকা প্রয়োজন ছাত্র ও ইন্টার্নী ডাক্তারদের শিক্ষার জন্যে।

কলেজের দুরবস্থা

কলেজটির বেসিক সায়েন্স বিভাগগুলোতে যোগ্য শিক্ষকের অভাব তীব্র। অনেক পদ খালি। এসব বিভাগে, বিশেষ করে এনাটমি বিভাগে, স্নাতকোত্তর যোগ্যতার শিক্ষকের ঘাটতি চরম। ফলে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুকদের সাথে ছাত্রদের অনুপাত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অগ্রহণযোগ্য।

নিয়োগ-বদলি

বিভাগগুলোতে প্রভাষকদের নিয়োগ-বদলি স্বাস্থ্য পরিদপ্তর করে থাকে মেধা ছাড়াও ভিন্ন মানদণ্ডে। ফলে হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যদি মৌলিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নত না হয়, তবে স্নাতক পূর্ব গোটা চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হবে দুর্বল। রিপোর্টে প্রভাষকদের বদলি শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে করা ও চাকরির সুবিধাদি বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, কলেজে প্রায় বিভাগেরই জায়গার খুবই ঘাটতি।

পুরনো যন্ত্রপাতি

এনাটমি বিভাগে মাত্র একজন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষক রয়েছেন। গত তিন বছরে বিভাগটি পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত মৃতদেহ পেয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কক্ষের কুলারটি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো। হিস্টোলজি ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত মাইক্রোস্কোপ পুরনো ও সেকেলে। মাইক্রোপ্রোজেক্টর বহুদিন যাবৎ নষ্ট। বিভাগে জায়গার খুবই অভাব। পৃথক ডেমোনষ্ট্রেশন কক্ষ নেই। ডেমোনষ্ট্রেশন ও টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলো ডিসেকশন হল ও মিউজিয়ামে হয়।

ফিজিওলজি ও বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে প্রাকটিক্যাল ক্লাস খুব কম হয় বক্তৃতা দেয়া হয় বেশী। এক্সপেরিমেন্টগুলোর মান খুবই নিম্ন। ল্যাবরেটরির সুবিধা ভয়াবহভাবে কম। অধিকাংশ যন্ত্রপাতি অকেজো।

বায়োকেমিষ্ট্রি ল্যাবরেটরির অবস্থাও খারাপ। সেখানে একটি কোলরিমিটার পর্যন্ত নেই।

গ্রন্থাগারের দুরবস্থা

কলেজের গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেখানে ৯৩৮টি বই আছে এবং কোন জার্নাল রাখা হয় না। কয়েকটি জার্নাল অনিয়মিত ভাবে ডোনেশন হিসেবে আসে। পরিদর্শন দলের মন্তব্য হল, 'শুধু জার্নাল নয় এমন কি টেক্সট বই ও রেফারেন্স বইয়ের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারটি ছাত্র-শিক্ষকদের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ।'

সর্বোপরি কলেজটির কোন বিভাগে কোন গবেষণা কর্মসূচী বা প্রকল্প নেই। অভাব টাকা ও সুবিধাদির।

রিপোর্টে সরকারের কাছে কলেজ ও হাসপাতালের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য সুপারিশ রাখা হয়েছে।